সনাতন হামোম

ভালোবাসার কাব্য

CamScanner

ভালোবাসার কাব্য

সনাতন হামোম

হামোম পাবলিকেশন্স

CamScanner

গ্রন্থস্বত্ব
ঐশী হামোম ও সাগর হামোম

স্মরণ
আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস স্মরণে প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ
২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯

রচনাকাল
১৯৮৯-১৯৯৪

প্রকাশক
কবি হামোম প্রমোদ

প্রচ্ছদ
কবি হাফিজ রশিদ খান

কম্পোজ
কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

মূল্য
১০০ টাকা [দেশের বাইরে : ২ ডলার]

ISBN
984-300-003377-4

BHALOBASAR KABYA
A Collection of poems by Sonaton Hamom
Adampur bazar, Kamalgonj, Moulvibazar, Bangladesh.

CamScanner

উৎসর্গ

গণমানুষের কবি দিলওয়ার-কে শ্রদ্ধাঞ্জলি

CamScanner

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

কল্পবধূ (১৯৮৮)
ঈস্পিত বাসনা (১৯৮৯)
লৈনম য়াওদ্রিবী লৈরাং (২০০০)
থওয়াইগী নুংশিরৈ (২০০৪)
মঙ মরক্তা (২০০৬)
ভালোবাসার কাব্য (২০০৯)

সম্পাদনা

ইপোম
প্রয়াস
ছন্দে ছন্দে
অয়ুক
উদ্ভব

প্রকাশিতব্য

মণিপুরী কাব্য-১
বাংলা কাব্য-১
মণিপুরী গল্পগুচ্ছ-১

CamScanner

মণিপুরী ভাষা বা মীতৈলোন ভারতের অন্যতম রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। আমি এই সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ ভাষা সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হলেও বাংলাদেশে Ethnic minorities হওয়ার কারণে এদেশে মণিপুরী ভাষা সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উল্লেখযোগ্য কোন চর্চা ছিল না। ফলে মণিপুরী সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের দুরত্ব থেকেই যায়।

আমাদের সৌভাগ্য হয় ১৯৭৫ সালে "বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ" প্রতিষ্ঠিত হলে এবং সংসদের মুখপত্র "দীপান্বিতা" প্রকাশিত হলে আমরা দীপান্বিতা কেন্দ্রিক মণিপুরী সাহিত্য চর্চা শুরু করি। আমার লেখালেখি মূলতঃ এই দীপান্বিতা'র আঁচল ধরেই।

মণিপুরী সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে নিজের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বাংলা সাহিত্যের বিশাল সাগরে নদী হয়ে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করছি মাত্র। যেহেতু আমার মায়ের ভাষা মণিপুরী সেহেতু মণিপুরী চিন্তা-চেতনা দিয়েই বাংলাকে শিখতে হয়েছে। বাংলাকে ধারণ করতে হয়েছে। ফলে ভাষাগত অনেক অজ্ঞতা সত্বেও বাংলা ভাষাকে বড়ই ভালোবাসি বলে বাংলা সাহিত্যের পূঁজারী হতে চেয়েছি। কারণ, আমিও তো এ দেশেরই সন্তান।

প্রকাশিত কবিতাগুলো দীর্ঘদিন পূর্বে লেখা হলেও কোনো রকম পরিমার্জন ছাড়াই আশির দশকের সেই স্মৃতিগুলোকে আঁকড়ে রাখার প্রত্যাশায় হুবহু গ্রন্থস্থ করা হলো। এখন পেছনে ফিরে তাকাতে লজ্জা হলেও সময়কে তো অস্বীকার করা যাচ্ছে না। ফলে ছেলেমি ছাড়াও তারুণ্যের অব্যক্ত বেদনার ছাপ থাকতেই পারে– যেটাকে এখন আমার হারানো স্মৃতি বলেই আমি খোঁজে বেড়াই।

সনাতন হামোম
২১.০২.২০০৯
ফোন : ০১৭১২-১৫১০৯৭

CamScanner

সূচী

আত্ম-বিষাদ-৯
লাবণ্যতা-১০
ভয়-১১
উন্মাদ আমি-১২
অহংবোধ কারো সুখকর নয়-১৩
কষ্ট তোমার জন্য-১৪
স্বপ্নিল বীজ-১৫
তোমাকে দেখেছি যেমন-১৭
স্বপ্ন-১৮
চুমুর কথা কেন্ কমু না-১৯
চন্দ্রিমাকে খুঁজি; চন্দ্রিমা তুমি কোথায়-২০
মানুষের ঠিকানা-২১
চেতনায় তুমি-২২
তুমি ও আমি-২৩
তাহলে যাই-২৪
প্রিয় হলে-২৫
বসন্ত-২৬
স্মৃতি-২৭
সুন্দরীরে সুন্দরী-২৮
ভালোবাসা অসুস্থ হলে-২৯
বিষাক্ত বেদনার চালচিত্র-৩০
একত্রিশের পাদপদে-৩১
বিধ্বস্ত স্বপ্ন-৩২
তুমি-৩৩
নদী ও জল-৩৪
উড়নচন্ডী রমণীরা-৩৫
একটি কালো মেয়ে এবং লাল গোলাপ-৩৬
যুবক-যুবতীর আত্মকাহিনী-৩৭
প্রেমপত্র-৩৮
বিবর্ত সময়ের আর্তি-৩৯
হৃদয়জ বাসনা-৪০
দর্পণে দম্পতি-৪১
উষা যদি মেঘাচ্ছন্ন হয়-৪২
জমে থাকা মেঘ-৪৩
একাত্তরের কিশোরী-৪৪
সুনামগঞ্জ-(১) -৪৫
সুনামগঞ্জ-(২) -৪৬
প্রিয়ার উপস্থিতি-৪৭
রক্তে ভেজা লাশ-৪৮

CamScanner

আত্ম-বিষাদ

[কবি দিলওয়ার শ্রীচরণেষু]

কাল সারারাত ধরে এক বোশেখী ঝড়
মনের ভেতর এলোপাথারী উত্তাল করেছিলো
পৃথিবী আমার স্বদেশ ভাবলেও
সকল হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ-আক্রোশ
রাগ-ক্ষোভ, মান-অভিমান
প্রচন্ড তান্ডব উন্মাদে
আমার উজ্জ্বল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করেছিলো;
আত্ম-বিষাদ বেদনায় নিস্তব্ধ আমার স্বপ্নের ভূবনে
ক্লান্তস্বরে চিৎকার করে
দ্রাঘিমায় বিষন্ন নক্ষত্র কান্না করে
তৃষিত বুকে ভালোবাসার অস্তিত্ব খুঁজে
সত্যিকার এক প্রেমের সন্ধানে
সমস্ত হৃদয়জুড়ে আর্তনাদ করে
অথচ আমার স্বপ্নিল কোরকে
ভালোবাসার বদৌলতে অশান্তি হানা দেয়
ব্যঙ্গ করে অমমতার কৃত্রিম ভালোবাসাগুলো
প্রচন্ড ঝড়ের দাপটে
বারান্দায় আমার সাধের বাগানে
সহায়হীন কেপে ওঠে নিস্কলংক প্রিয় গোলাপ
নদী তীরের গাছগুলো ভেঙে পড়ে
খসে পড়ে নিস্পাপ লতা-গুল্ম
অসহ্য বেদনায়– শিরা উপশিরায় রুগ্ন করে ক্রোধে
তবু "সূর্য অস্ত যায় না কখনো"
বিশ্বাস করে নিঃসহায় এই আত্ম-বিষাদ বেদনায়।

১০.০৭.৮৯

CamScanner

লাবণ্যতা

লাবণ্যতার গতিবিধি নিরীক্ষাযোগ্য
নারীদের সুন্দরতা সন্দেহাতীত

অন্তরজুড়ে ঘৃণ্য
বাইরে কেবল সুশ্রী
তাকে বেঁধে রাখো।

চাঁদের আলো যখন উজ্জ্বল
প্রখর সূর্য তখন ম্লান করে
লাবণ্যতায় সর্বোপরি সংশয় হয়
তাকে বেঁধে রাখো।
১৫.০৮.৮৯

CamScanner

ভয়

বাঘ নই রক্তমাংসের আমিও মানুষ
যত বলি কাছে এসো
ভয় তোমার ততই বাড়তে থাকে
বেদনা বিষন্নে যতই আর্তনাদ করি
তুমি ততই দূরে সরে যাও
হরিণ শিশু আমি নই যে পালিয়ে বেড়াবো
যারা পালাবার
শিকারীর শব্দ শোনে একটু তো ভয় পাবেই
আমার ভয় শুধু পালিয়ে যাবে কিনা।
১৭.০৮.৯০

CamScanner

উন্মাদ আমি

পৃথিবীর রঙিন ফানুষের ভীড়ে আমি এক উন্মাদ
বায়ুমন্ডলে আমার কোনো সুবাস নেই
আস্থানে প্রস্থানে নেই কোনো আবাস
অন্তরে অন্তরীক্ষে আমি উন্মাদ, কেবল উন্মাদ!
আমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে শুধু ধুসর বাষ্পতা
কোনো স্বাদ নেই
হৃদয়ের স্পন্দনে নেই কোন সুবাসিত ঘ্রাণ
প্রমত্তে সংশয় অতীত নয় বর্তমান
দ্বিধান্বিত আমি-চেতনায় আমি আলসে নই
উদ্দীপ্ত আমি কর্মে-তন্দ্র নিদ্রা আরাম আশ্রয়
সবকিছুই ক্লিন্ন কৃপণ
মন ও মননে সত্বায় কেবল আকাংখিত শয্যায়
তোমার চুম্বন, উষ্ণ আলিঙ্গন প্রসারিত বাহুদ্বয়ের আহ্বান,
কৌরব সৌরভ অতীত স্মরনে আমি মহামান্বিত নই
আমি উন্মাদ কেবল উন্মাদ রঙিন ফানুষের এ দুনিয়ায়।
১৫.০৯.৮৯

CamScanner

অহংবোধ কারো সুখকর নয়

নারী–
লাস্যময়ী সুন্দরী বলে কখনও গর্ব করতে নেই
জীবন কারো থেমে থাকে না
অজান্তে বাস্তব স্রোতের টানে
ভেসে যাবে ষোড়শী সুন্দরের যত গর্ব,
দিনের পর অন্ধকার রাত
পূর্ণিমার পর অমা রজনী
ক্রমান্বয়ে দূরে ঠেলে দেবে গতিপথ,
প্রস্থানে পথের বিবৃতি অজ্ঞাত হলে
হোচট অবধারিত জীবনের উষর ভূমিতে,
জেনে নাও অহংবোধ কারো সুখকর নয়।

গন্তব্যে যদি বাস্তবকে বিশ্বাস রাখো
হৃদয়ের সবক'টি জানালা খুলে দাও
পরস্পরকে ভালোবাসতে পারলেই জীবনে হবে জয়।
২৫.১২.৮৯

CamScanner

কষ্ট তোমার জন্য

স্মৃতি নিয়ে তুমি যতোই খেলা করো না কেনো
তন্দ্রায় নিদ্রা এসে একবার আক্রমন করবেই
নিদ্রা কি দারুন বিষয়
অতীত কি চমৎকার কান্ড করে বসে
শেষ রজনীতে স্বপ্ন না দেখলে বুঝবে কি করে?

তুমি যতোই নজরুল স্বরলিপি চর্চা করো না কেনো
রবীন্দ্র সঙ্গীতে তুমি যতোই
দোলনচাপা, শেফালী আর বকুলের গন্ধ ছড়াও না কেনো
তোমার নাটকীয় কণ্ঠে
গীত বিতানের সুরমালা কারো হৃদয় মূর্চ্ছনা করবে না।

দেশজ সঙ্গীতে তুমি যতোই রক্তলাল গোলাপের কথা বলো না কেনো
ভাটিয়ালী আর পল্লীগানে
মেঠোসুর যোজনায় হৃৎপিন্ডে ধুকধুকি হলে
কোনো কৃষকের হৃদয় ক্ষত করবে না।

অবেলায় জীবন নিয়ে তুমি যতোই রঙিন ছবি আঁকো না কেনো
পথভ্রষ্ট তোমার চেতনায়
শিল্পীর চিহ্নিত ছবি না হলে
তোমার তুলিতে কোনো ছবি শিল্পীত হবে না।

ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি যতোই পান্ডিত্য করো না কেনো
সুখের পর দুঃখ একবার তোমাকে আক্রমন করবেই
দুঃখ কি এক ভীষণ কষ্ট
বর্তমান পুঁজি না থাকলে
ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকা না হলে বুঝবে কি করে?
০১.০১.৯০

CamScanner

স্বপ্নিল বীজ

বুনেছি বীজ স্তম্ভিত কালের এই ঘন কুয়াশায়
যেখানে সভ্যতার যান্ত্রিক কোলাহলে প্রত্যয়ী জীবন
ক্রমশ: ম্লান থেকে ম্রিয়মান
ধাবিত হচ্ছে অনিশ্চয়তার অজানা ভূবনে–
তবু অন্তরে বেয়ে উঠে ঊর্ধ্বমুখী
কতগুলো প্রশ্নের জবাবহীন শব্দাবলী।

বুনেছি বীজ স্তম্ভিত কালের এই ঘন কুয়াশায়
যাদের প্রতি মূহুর্তে বেদনার মুখোমুখি
চেয়ে না পাওয়ার বিষন্ন আর্তনাদে
কম্পিত হয় সভ্যতার এই নীলাকাশ
দারিদ্রতা আর যৌতুকের নির্মম প্রহারে
আজন্ম অভিষপ্তে আতংকিত
অসহায় গ্রাম্য জননী ফুলবানুর মতো
প্রতিবাদী করে তোলে আমার কবিতার স্বপ্নিল বীজ।

বুনেছি বীজ স্তম্ভিত কালের এই ঘন কুয়াশায়
শান্তিহীন বেদনার এই সমূহ পৃথিবীজুড়ে
যেখানে বুকের রক্ত না ঝরালে মুক্তি আসে না
ক্রন্দনে গৌরব সাফল্য আসে না কখনো
বিপ্লবীদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হৃদস্পন্দনের মতো
অংকুরিত হতে চায় আমার কবিতার স্বপ্নিল বীজ।

বুনেছি বীজ স্তম্ভিত কালের এই ঘন কুয়াশায়
যেখানে একমুঠো অন্ন আর বস্ত্রের যোগান দিতে ব্যর্থ
হাজারো শ্রমজীবী; কেবল ধুকে ধুকে চলে অবিরাম
সেখানে সভ্যতার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ধূসরিত হচ্ছে
আমাদের কিঞ্চিৎ আশা আকাংখা
তাই তো অংকুরিত হতে চায় আমার কবিতার স্বপ্নিল বীজ–
রাতের স্বপ্নে রক্তকণাগুলো খেলা করে

CamScanner

নিজের সাথে মিছিল করে প্রতিবাদী শ্লোগানগুলো
শিল্পীর সুর মূর্চ্ছনায় উদাত্ত আহ্বানে আমাকেও প্রতিবাদী করে
সমস্ত ইন্দ্রিয়জুড়ে ব্যাকুল প্রবণতায়
আচ্ছন্ন স্বপ্নের আলোয় উৎসাহিত করে বিজয়ের।

বুনেছি বীজ স্তম্ভিত কালের এই ঘন কুয়াশায়
যারা কবিতার জীবনকে ক্ষয়িত করে
অপসংস্কৃতির আবডালে বসে আমাদের আহত করে সহসা
তন্দ্রাহীনতায় দেখেছি স্পষ্ট দিবার মতোই জ্বলজ্বলে
আহত নয় বরং দীপ্ত উচ্চারণে প্রখর করে
যারা সাজানো ভূবনকে নিঃস্ব মৃতের ধ্বংসস্তূপ করতে চায়
তাদের বিরুদ্ধে আমার কবিতার লেখনী শাণিত হাতিয়ার।
২৭.০১.৯০

CamScanner

তোমাকে দেখেছি যেমন

তোমাকে দেখেছি যেমন সংগীতের সুর মূর্চ্ছনায়
নদী যেমন জলের সাথে ভালোবাসা করে
শব্দের সাথে শব্দার্থের যেরকম সম্পর্ক
তোমার সাথে তেমনি আমার মমতা গেঁথে আছে।

তোমাকে দেখে ছন্দের মতো সাজানো জীবন
জমাট বরফের মতো কেবল গলতে চায়
বিলাপ করে নিজের সাথে নিথর নিস্তব্ধ
অতৃপ্ত বেদনায় গুমরে কাঁদে আমার ছন্দগুলো।

ভালোবাসার প্রাবল্যে উন্মোচিত অনাগত ভবিষ্যৎ
অধীর আগ্রহে পায়চারি করে রঙিন স্বপ্নে,
কল্পিত ভূবনে তোমার ছায়ামূর্তি ভেসে ওঠে
আমার বুকের ভেতর শ্রাবণের মেঘপুঞ্জ জমে থাকে
সম্বিৎ হারিয়ে প্রত্যাশার জোনাকী জ্বলে মধ্যরাতে
অজ্ঞাত দুঃস্বপ্ন সন্ত্রস্ত করে মনের ভেতর
সঞ্চারিত হয় স্বপ্নগুচ্ছের কাংখিত বাসনায়
অনুভূত জীয়নরসে সম্ভাবনাময় সবুজ
চৈতন্যের উর্বরক্ষেত্রে স্বপ্ন দেখে আগামীর–
১০.০৪.৯০

CamScanner

স্বপ্ন

একদম ইচ্ছে নেই তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে
রূপময় কবিতার শব্দাবলী সাজাতে
শান্ত সমুদ্র তোলপাড় করে
চাইনি সুন্দর এই হৃদয় ভাসাতে
তবু কেনো তুমিহীন শূণ্যতার যন্ত্রনা?
অস্থির বিষাদে স্নায়ুতে বজ্রাঘাত
সন্ত্রস্ত করে আমার সাজানো ভূবন
আতংকে নিস্তব্ধ হয়ে যাই, মধ্যরাতে করি বন্দনা
বন্দিত্বের দশা আমার নয় তবু
কারামুক্তি হবে না জেনেও গুমরে কাঁদে এ জীবন।

বুকের মাঝে বিচিত্র সব আনাগোনা
পুষ্পিত হবে না জানি
তবু অন্তরে রচি সব স্বপ্ন অতৃপ্ত পিপাসার কবিতা।
১৩.০৫.৯০

CamScanner

চুমুর কথা কেন্ কমু না

মুখের ভাষায় কদর মধুরা
মনের মাঝে আল-সাহারা
প্রেমের নামে ছল-ছলানি
রাত দুপুরে কেবল হানাহানি।

প্রেমে পড়ে নীল দরিয়া
বুকের মাঝে শংকা হাওয়া
যৌবন জ্বালায় ধড়ফড়ানি
সকাতরে অন্তরজুড়ে কেন-কেনানি।

এমনি করে গোলাপ পাঠায়
পত্র পাঠায় প্রেম নমুনা
হঠাৎ অস্থির করে মৌন জাগায়
চুমুর কথা কেন্ কমু না?
০১.০৭.৯০

CamScanner

চন্দ্রিমাকে খুঁজি; চন্দ্রিমা তুমি কোথায়?

চন্দ্রিমাকে খুঁজি পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ চারদিক
সকাল-সন্ধ্যা এমনকি মধ্যরাতেও
যেখানে যাই সেখানেই এক ক্রমশ: বিস্ময়
কোথাও চন্দ্রিমা নেই, চন্দ্রিমা তুমি কোথায়?
চন্দ্রিমাকে খুঁজি রাত জেগে জেগে,
কোথাও চন্দ্রিমা নেই
শহরে-বন্দরে গ্রামে-গঞ্জে, নগরীর ব্যস্ততম রেস্তোরায়
বারে ক্লাবে এমনকি অডিটোরিয়ামের গ্রিন রুমে
কোথাও চন্দ্রিমা নেই, চন্দ্রিমা তুমি কোথায়?
চন্দ্রিমাকে খুঁজি পাহাড়ের পাদদেশে, পাহাড়ে অরণ্যে
এমনকি গভীর অরণ্যের গুহায়
কোথাও চন্দ্রিমা নেই, কেবলই ভৌতিক ভয়াল শব্দগুলো
আমাকে ঘিরে উল্লাস করে
মাইবা-মাইবীর* বিদ্রুপধ্বনিতে প্রকম্পিত নির্জনতা
কোথাও চন্দ্রিমা নেই, চন্দ্রিমা তুমি কোথায়?
১১.০৭.৯০

*দেবদাস-দেবদাসী

CamScanner

মানুষের ঠিকানা

নারী ও পুরুষ
মাটি ও মানুষ
প্রকৃতি ও মমতা
পুরুষের ভালোবাসা
নারীর প্রেম
যুগল বন্ধন
নগ্ন দেহের উল্লাস
মুগ্ধ মৌনতা
সংগীন যুদ্ধ
মানুষের ঠিকানা।
০৮.০৮.৯০

CamScanner

চেতনায় তুমি

তোমার মাঝে আমি
আমার মাঝে তুমি
নৈকট্যের আমন্ত্রণ
আমার আবেগে আস্বাদে
সমূহ বিরাজমান তুমি
চিন্তায় চেতনায়
কাজে কর্মে
এমনকি মধ্যরাতে তুমি
প্রত্যাশায় তুমি
আত্মহননে তুমি
ক্রৌঞ্চমৈথুনে তুমি
রাত্রি জাগরনে তুমি
শয্যা সংগিনীতে তুমি
লজ্জায় তুমি
সৌন্দর্যে তুমি
মহিমায় তুমি
কেবল তুমিই তুমি।
আমার প্রতিভায় তুমি
ধ্বংসে তুমি
সবকিছুর মূলে কেবল তুমিই তুমি।
০৮.০৯.৯০

CamScanner

তুমি ও আমি

তু
মি

সৌ
ন্দ
র্যে

আ
মি

হৃ
দ
য়ে

ব
ন

আ
র

ম
ন।
২৯.০৯.৯০

CamScanner

তাহলে যাই

এ কি, এসেই বলে ফেললে তাহলে যাই
যাওয়াটা যত সহজ আসাটা তত সহজ নয়
আসলে তো যেতেই হবে
তাই বলে কি– তাহলে যাই?
শেষ বিকেলে সন্ধ্যে বেলায় ঘরে এসে
মধুর সময় সামনে রেখে
বিদায় ছাড়া বিদায় নেবে কোন্ সাহসে?
দিন শেষে তামাম আকাশ মেঘলা হলেও
রাত-দুপুরে ভেসে যাবে জোসনা বাতাস,
কিচির মিচির সন্ধ্যে এলে
ছুটবে পাখী ডানা মেলে নিজের ঘরে
তাই বলে কি সন্ধ্যে বেলায়
মধুর সময় সামনে রেখে বলতে পারলে– তাহলে যাই?
১৫.০১.৯১

CamScanner

প্রিয় হলে

[কবি একে শেরাম শ্রীচরণেষু]

পুষ্প প্রিয় হলে
কবিতা দূরে সরে চলে যায়
কবিতা প্রিয় হলে
পুষ্প ঝরে পড়ে যেতে চায়
রমণী প্রিয় হলে
পুষ্প ও কবিতা নীরবে কাঁদে
কবিতা ও পুষ্পের আর্তনাদ কম্পিত হলে
হৃদয়জুড়ে মমতা জাগে
মমতা বড় বেশি হলে
রমণী অভিমান করে জ্বালায়
খুব বেশি ব্যথিত হলে
সাকী তখন পেয়ালা হাতে স্বাগত জানায়।

২১.০২.৯১

CamScanner

বসন্ত

কত বসন্ত আইলো গেলো
কোকিল শুধু ডাইক্যা গেলো
কত যৌবন জীবন পাইলো
আমার যৌবনতরী ভাইস্যা গেলো;
ডাক দিয়ে যায় মৌসুমী কোকিল
ফের জাগিয়ে যায় ক্ষণপ্রভা স্বপ্নিল
কুহু ডাক শোনে মনের ভেতর ছলছলানি
যৌবন তবু জীবনহীন কেনকেনানী।
১৭.০৩.৯১

CamScanner

স্মৃতি

কোনো এক স্মৃতি দাউ দাউ করে জ্বলছে
বারবার বেদনার মুখোমুখি হলে অসময়
স্মৃতি কেবল জেগে ওঠে, দাউ দাউ জ্বলে।

আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়ানো রমণীর
গুনগুন গানের সুরে বিয়োগান্ত অভিমান
হৃদয়ে হৃদকম্পন সৃষ্টি করে অসময়।

আমার বেদনা, স্মৃতির অন্ধকার গুহায়
আলোকিত করে দেয় ওর সোনালী চুলের গুচ্ছ
হঠাৎ স্মৃতিকে শহিদ করে– রেশমী চুলের গন্ধ।
১৫.০৪.৯১

CamScanner

সুন্দরীরে সুন্দরী

সুন্দরীরে সুন্দরী আর কতদিন হোঁচট খাবি?
রমনকালেও যৌবন কি বুঝলি নারে বুঝলি না।

দিন দুপুরে কতজনরে স্বপ্ন দেখে
নিদ্রায় গিয়ে তন্দ্রায় তুমি কি মজা পাইতাছস্
ভালবাসায় উত্তম বাসা বুঝলি নারে বুঝলি না।

সুখ না পাওয়ার অসুখে মরলিরে মরলি
বুকের তলায় ছিদ্র তোমার দেখতাছিরে দেখতাছি
ভালবাসা বাসা ছেড়ে ভাগতাছেরে ভাগতাছে।

ভালবাসতে দিলি নারে দিলি না
মরন এলে স্মরণ করলে পাইবি নারে পাইবি না
সুন্দরীরে সুন্দরী আর কতদিন হোঁচট খাবি?

মনে চাইলে দিন দুপুরে চইল্যা আইস
খুইল্যা দিছি মনের বাসা,
রঙ তামাশা ছাইড়া দিছ্ করিছ নারে ছলছলানি
যৌবনকালেও মৌবনে ফাটল ধরলেও বুঝলি নারে বুঝলি না।

সুন্দরীরে সুন্দরী আর কতদিন হোঁচট খাবি?
রমনকালেও যৌবন কি বুঝলি নারে বুঝলি না।
০১.০৬.৯১

CamScanner

ভালোবাসা অসুস্থ হলে

ভালোবাসা অসুস্থ হলে দীঘির পাড়ে যাবো না
জল ও দীঘির সম্পর্ক ঘনিষ্ট না হলে
সেই জলের সাথে মানুষের মমতা হ্রাস পায়
হ্রাস পেতে পেতে দীঘির প্রয়োজন এক সময় ফুরিয়ে যায়
প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার আগেই দীঘির সাথে
জলের হৃদ্যতা খুব বেশি প্রয়োজন
প্রয়োজন বলেই দীঘির কাছে
আমার ভালোবাসার কথা জানাতে চেয়েছি
সুস্থ শরীরকে অসুখ বানাবো না বলেই
দীঘির প্রয়োজন মনে করি না
সম্পর্ক গড়িয়ে যাক, সময় গড়িয়ে যাক
গড়াতে গড়াতে গতিপথ পেয়ে যাবো এক সময়
নদী ও জলের সাথে মিশে যেতে যেতে
একদিন সমুদ্রের কাছে মিশে যাবো।
ভালোবাসা অসুস্থ হলে দীঘির কাছে যাবো না
স্নানের প্রয়োজন খুব বেশি হলে
জলপ্রপাতের সাথে জল হয়ে বেঁচে রইবো।
১৫.০৬.৯১

CamScanner

বিষাক্ত বেদনার চালচিত্র

প্রতিদিন এক বিষাক্ত বেদনা হামাগুড়ি দিয়ে
খেলা করে মনের গভীর অরণ্যে
যতবার মুক্তির জন্যে আর্তনাদ ততবার কেবলি
অসহ্য এক সশস্ত্র যন্ত্রণা আক্রমণ করে
যারা ছিলো রোমাঞ্চে কুন্ডলিত স্বজন
যারা ছিলো ছায়া সুন্দরে কল্লোলিত সজল সুন্দর
তারা সবাই একে একে অপ্রত্যাশিত প্রাচীর,
বিদিশার মতো কাংখিত বুকের তলায় বুলেট বিদ্ধ করে
ত্রিমুখী পশ্চাতে আমায় ঠেলে দিয়ে নীরব তামাশা দেখে;
প্রচন্ড এক জলোচ্ছ্বাসে
বিষাক্ত বেদনার অতল গহ্বরে সঞ্চারিত হয় বিদীর্ণ অশনি
ক্রমাগত এক হতাশা অন্তর্গত রক্তের ভেতরে খেলা করে
প্রতিবাদী করে চেতনায়–।

কালের আবর্তে একদিন সব হারিয়ে যাবে
সূর্যাস্তের পর স্বাভাবিক নিয়মে অন্ধকার এলেও
দিগন্তে পূনশ্চ সূর্যোদয় দেখা যাবে
সুতীব্র আলোর প্রহরে আমার পৃথিবী উষ্ণতা দেবে
প্রখর সূর্য আমাকে স্বাগত জানাবে দু'হাত বাড়িয়ে;
আমার স্বপ্ন স্বপ্নময় বিশ্বাস
বিমল আনন্দে মুখরিত হবে আমার ভালোবাসার কাছেই।
২১.০৭.৯১

CamScanner

একত্রিশের পাদপদে

পঁশিচের পর অজান্তে ত্রিশ পেরিয়ে গেলো
যে যুবকটি আঁধারের মধ্য সমুদ্র থেকে নিজেকে রক্ষা পেলো
সে একদিন পঁশিচের প্রান্তসীমায় এসে
অমারজনীর গাঢ়তর অন্ধকারে হারিয়ে গেলো;

নিজেকে হারাতে হারাতে নিজে
একদিন সে আবিস্কার করলো নিজেকে।

অন্ধকার অমারজনী ফর্সা হয়ে এলো
একত্রিশের পাদদেশে একদিন দিনের আলো
ঝিলিক দিয়েছে পূবের আকাশে; তারপর

উদ্ভাসিত আলোর মাঝে অতীতকে ভাবতে শিখেছে
এখন সে
সমূহ ব্যর্থতা ঢেকে রেখেছে চোখের তারায়।
২৫.০৭.৯১

CamScanner

বিধ্বস্ত স্বপ্ন

নদীর অবাধ্য স্রোতে
ভেসে যাচ্ছে
আমাদের কিঞ্চিৎ আশা ও আকাঙ্খা
সাময়িক স্বপ্ন
বাস্তবতার আড়ে আড়ে
পালিয়ে বেড়াচ্ছে
জীবনের গচ্ছিত সব সাধ ও সাধনা,
মানবিক চেতনার জমিনে ক্রমাগত বেদনা
চৈত্রের দাবদাহের মতো মৌসুমে
চৌচির হয়ে যাচ্ছে মৌসুমী স্বপ্ন,
প্রচার ও প্ররোচণার কবলে আক্রান্ত
আমাদের মৌলিক অধিকার
আজ দায়বদ্ধ, সমূলে বিদ্ধস্ত,
জৈবিক বাসনা ও স্বকীয় অস্তিত্ব
আজ পদতলে পিষ্ট, রুখে দাঁড়াবার কেউ নেই
তবু প্রত্যয়িত আমরা....
অমারজনীর পর
আমাদের ভূবনেও একদিন সূর্যোদয় দেখা দেবে.... ।

১১.০৮.৯১

CamScanner

তুমি

আমি জানি এ পৃথিবীর সব মানুষকে তুমি
একটু একটু করে ভালোবাসতে শিখবে
ভালোবাসতে বাসতে অজান্তেই একদিন তুমি
পৃথিবীটাকে নিজের করে গড়তে শিখবে
গতিশীল এ পৃথিবীর স্থিতি নিয়েও তুমি
পরখ করে গবেষণা করতে চাইবে;
তোমার মেধায় বোধের সূর্যোদয় হলে তুমি
নিজের চোখেই দেখবে পৃথিবী কতো মনোরম
পথ চলতে চলতে পথ হারালে তুমি
চুল আচড়াতে আচড়াতে একদিন দেখবে
পৃথিবী কতো তাড়াতাড়ি বদলে গেলো ঠিক তোমার মতোই।
১১.০৮.৯১

CamScanner

নদী ও জল

নদী ও জলের সম্পর্কে উজানের উত্তাল বেগে
ভেঙেছে দক্ষিণের সুদৃঢ় বাঁধ
গণিতবর্ষের অগণিত বারিধারায় ঘোলাটে নদী
ফেণায়িত করেছে স্বচ্ছ সমুদ্র
উত্তাল সমুদ্র আজ বুভূক্ষের মতো উন্মাদ।

বড় ভালো ছিল নদী ও জল
সমুদ্র তাই ছিন্ন করেনি কোনোদিন
কারো চোখে সূর্যোদয় না দেখালেও
সূর্যাস্তের রক্তিম আভায় স্নান করিয়েছে প্রতিদিন
সৈকতে তাই যুগলের ভীড় জমে গোধূলি এলে
অথচ নদী ও জল পড়ে থাকে একা।
২৫.০৫.৯২

CamScanner

উড়নচন্ডী রমণীরা

বিষন্ন এক ধূমল আকাশে
পৃথিবীর সব রমণীরা পাখি হয়ে উড়াল দিয়েছে
মিশে গেছে শেষ গোধূলীর ডাকে
হারিয়ে গেছে অনেক পথ, জানে না তারা কোথায় যাবে;

পাখিদের উড়াল দেখে অভ্যস্ত আমি
বিষন্ন আকাশের দিকে চেয়ে থাকি দিনক্ষণ
পিছুটান পাবনার দিকে ধাবিত হলেও
তিলোত্তমা ঢাকায় ঝলমল হয়ে উঠেছে
অস্থির মন আনন্দ খোঁজে উড়নচন্ডীর উড়াল দেখে;

পৃথিবীর সব রমণীরা পাখি হয়ে উড়াল দিয়েছে
রয়ে গেছি আমি বিবস্ত্র ভৌতিক তমশায়
নিস্তব্ধ ভূতুরের এই ভূসীমান্তের বিকলাঙ্গ ভূবনে
আমার শরীর ধুম ধুম শব্দে শিউরে উঠে
পাখিদের উড়াল দেখে আমি ফের ক্ষণপ্রভার মতো দক্ষ হয়ে উঠি।
১১.০৬.৯২

CamScanner

একটি কালো মেয়ে এবং লাল গোলাপ

চৌদ্দ গ্রামের বাইরের একটি কালো মেয়ে
ভালোবাসি বলবার আগেই দিয়েছে গোলাপ ছুঁড়ে
বালিকা নয় যৌবনে ধূলো উড়িয়ে খেলা করে
শরীরে ঢেউ ঢেউ যৌবনের ঢেউ
উপচে পড়া সেক্স তার পায়ের শব্দে
শেষ গোধুলীর রক্তিম আভার মতো স্বাগত জানায়;

চৌদ্দ গ্রামের বাইরের একটি কালো মেয়ে
ভালোবাসি বলবার আগেই দিয়েছে গোলাপ ছুঁড়ে
প্রেমার্ত তার নির্মল কণ্ঠে বেদনার সুর ছিল যন্ত্রণার সুর ছিল
আমি কিনা তার শুশ্রূষার আগেই দিয়েছি ঢিল ছুঁড়ে
সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!

চৌদ্দ গ্রামের বাইরের একটি কালো মেয়ে
ভালোবাসি বলবার আগেই দিয়েছে গোলাপ ছুঁড়ে
ইচ্ছে-অনিচ্ছের সবগুলো সংগীতের তার হ য ব র ল
ফুলদানির পরিবর্তে গোলাপ পড়ে থাকে মেঝেতে
আমি হাটু গেড়ে সুরতহাল খুঁজেছি গোলাপের
নাড়ী-ভুড়ী মগজের স্নায়ুতে বেত্রাঘাত
আদরে-আঘাতে তবুও গোলাপের সুমিষ্ট ঘ্রাণ
অভিনন্দন! অভিনন্দন! অভিনন্দন!

১২.০৬.৯২

CamScanner

যুবক-যুবতীর আত্মকাহিনী

১.
পাখির কূজনে ফুলের বাগানে জোসনা ঝরে
যুবতীরা আনন্দ খোঁজে
যুবকেরা আনন্দ পায়
গাছেরা খুশিতে গা ঝারে,
ঘরে ফেরা পাখির মতো ডানা মেলে
ফিরে আসে যুবতী
ঘরে এসে ঠিক নারীর মতোই অবুঝ হয়ে যায়
মধ্যরাতে যৌনজ্বালায় বালিশ আঁকড়ে ধরে
পৃথিবীর সমস্ত যুবক ঘুমের বড়ি খেয়ে অবসন্ন।

২.
আষাঢ়ি পূর্ণিমায় যুবতীর গা ঝলমল
বিস্ফারিত চোখে অবয়বে চকিত শিহরণ
কারো বন্দনায় বন্দিনী তবু বদ্বীপ খোলেনি
মাঠের পর মাঠ হেটে যায় যুবক
গন্তব্য তার বাগানে না ঘরে কেউ জানে না।

৩.
আঠারো থেকে পঁচিশ, পঁচিশ থেকে ত্রিশ
সীমারেখা পেরিয়ে বিজনে সম্বিৎ হারায়
আচমকা অর্ফিয়ুসের বাঁশি ভেসে আসে নিস্পন্দ প্রাণে
মোহন সুরে ঘুম ভাঙে বোধিদ্রুমের মাঠে, তবু–
দিনের পর দিন অবোধ শিশুর মতো আর্তনাদ করে
যাবে কোথায়? গন্তব্যে না মন্তব্যে?
চোখ মেলে দেখে পর্বতে রুদ্ধশ্বাস।

বন্দিনী নন্দিনী কেউ নয়; হিংস্র দানবদের দেশ দুনিয়া
অবশেষে ক্লান্ত দেহ বিছিয়ে দেয় দৈব্যবৃক্ষের ছায়ায়।
০৬.০৮.৯২

CamScanner

প্রেমপত্র

ইথারে ভালোবাসা পাঠালুম
আঁচলে বেঁধে রাখিয়ো
অশ্রুজলে ভাসায়ো না
কর্ণফুলী সজল চোখে ভরে আছে।
রাতদুপুরে ঘুম কেড়ো না
আমাকে কি মাল্য দেবে দাও।

ঘাবড়িয়ে যেয়ো না–
স্কাদ নয় রকেট পাঠালুম
ব্রা খুলে সোহাগ দিও
রকেট যখন আসবে ফিরে
উষ্ণ চুম্বন পাঠিয়ে দিও
নাই বা হলো রাতের কালোয় আলো
বেনী খুলে জোৎস্না দিও
তাও যদি দ্বিমত করো
আমাকে নয়
অন্তত আমার কবিতা খুলে পড়ে নিও।
২০.০৩.৯৩

CamScanner

বিবর্ত সময়ের আর্তি

১.
বিবর্তনের এই নতুন ভূবনকে
শত মিছিলের সাফল্যের মতো স্বাগত জানাই
কিন্তু অনাস্থা অনাবৃষ্টিকে নয়।

২.
গ্রীন লাইফ সরিয়ে উৎকণ্ঠা এনে দিয়েছে
বিবর্তন আমাকে কি দেবে
নারী না রমণী–
চৈত্রের দাবদাহ নাকি বোশেখের ঝড়

৩.
হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নময় বিশ্বাস
ঢের ভালো ছিলো বাস্তবিক এই বিবর্তনের চেয়ে
হারাতে হারাতে, আমি হারিয়ে যেতে চাই
নিজের কাছেই, একান্তই স্বপ্নের দেশে–

৪.
হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির রিক্সায় বসে
শেষ বিকেলে সিগারেট টানতে টানতে
পুরনো শহরের লোকারণ্যে হারিয়ে যেতে চাই
জয়নুলের সবুজ মাঠে কিংবা ময়মনসিং গীতিকার দেশে।

৫.
বিবর্তনের নামে অন্তসার শূণ্যতায়
কেনো যে আমায় কারাবন্দী করে রেখেছে
কোনো বিবর্তন এর সঠিক জবাব দিতে পারেনি।
২৬.০৪.৯৩

CamScanner

হৃদয়জ বাসনা

[কবি খোইরম কামিনী কুমার করকমলে]

প্রাণস্পন্দনে তোমার উপস্থিতি বেজে উঠে
জেগে থাকে আমার স্মৃতির আঙিনায়
কেনো ভুলিব? তুমি যে কবি হে মহান
শিল্পীত ভূবনের সৃষ্টি রহস্যে কবি সে তো শব্দ স্রষ্টা
তাই তো বারে বারে স্মরি, করি কবি প্রণাম।

বন্ধনে শপথ করো আগামীর, প্রাণে প্রাণে
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে উল্লসিত হবে কংকনের ঝংকারে
নারীর স্পর্শে উষ্ণতা পেলে
একেকটি মধুময় রাতের কাব্য যোজনায়
তোমার পৃথিবী ঝলসে উঠবে স্বর্ণপ্রভার মতো।

১৭.০৫.৯৩

CamScanner

দর্পণে দম্পতি

জীবন সুখকর হবে বিবস্ত্র মধুর রাতে
নগ্নরাত দেউলিয়া হলে
কংকনে বাজিবে প্রীণণের রসাত্মক সুর,
অমর চুম্বনে একাকার হলে
সেক্সি হয়ে উঠবে মেক্সির ভেতর
দম্পতি তাই উন্মাদ হয়ে ওঠে
এক এক মধুর মুহূর্তের অপেক্ষায়।

নারীর শরীরে পুরুষ
পুরুষের শরীরে নারী
নারী ও পুরুষের যৌথ খামারে
উভয়ের অধোবাস ক্রমাগত অবমুক্ত হলে
দম্পতি দম হারায়,
ক্রমাগত দম হারাতে হারাতে
জীবন ঝলমলে হয়ে ওঠে জীবনের জন্য।
২৮.০৫.৯৩

CamScanner

ঊষা যদি মেঘাচ্ছন্ন হয়

স্থান কাল পাত্র-পাত্রী কোনোরকম নীরিক্ষা ছাড়াই
সকলের প্রাণবন্ত উচ্চারণ অভিনন্দন অভিনন্দন
কিন্তু কেউ ভাবেনি ঊষার পর রাত্রির অন্ধকার
ঊষা যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় নবান্নের আগেই শষ্য ঝরে যায়
অকালে আকাল হলে শেকড়ে ম্যালেরিয়া অনিবার্য।

চৈত্রের খরতাপেও যদি কেউ উত্তপ্ত না হয়
বোশেখে ঝড় হবে না, আষাঢ়ে নদী ভরবে না
এমন তো কারো গ্রহনীয় নয়
তাতেও যদি ফাগুনের সুর কংকনে না বাজে
বিরহ সংগীত বেজে উঠে উঠানে,
সুর মূর্চ্ছনায় নীরব নিস্তব্ধ হলেও
ত্রৈকালিক সুখের আঙিনায়
উর্বরক্ষেত্রে ফলবে না আনন্দের ফসল।

জল ও নদী, মাটি ও মানুষ
সর্বশেষ নর ও নারীর যদি মাটির গভীরে না যায় শেকড়
মাটির শোষণক্রিয়া অনুকূল না হলে
মুহূর্তের প্রেম যেমন ব্যর্থ প্রেমে পরিণত হয়
সে রকম ভাঙতে ভাঙতে সব ধ্বসে যাবে বসতবাড়ি।

পথ হারিয়ে প্রাপ্ত পথের সামনে আবার পথ হারালে
জোৎস্না কালে অমাবশ্যা আক্রমণ করবেই
ঊষার আলোয় যদি কৃষাণের শরীর ঝলমল হয়ে না ওঠে
সেই ঊষা উদ্দীপ্ত আলোর নয় অন্তসার শূণ্যতার।

০৫.০৬.৯৩

CamScanner

জমে থাকা মেঘ

আমার বুকের ভেতর জমে থাকা মেঘ
জল হয়ে চোখ দিয়ে বৃষ্টি ঝরেছিলো
তা তুমি দেখেও দ্যাখোনি,
মানুষের আর্তি, মনের আবেদন
কখন যে তৃষ্ণায় তৃষ্ণিত হয়ে ওঠে
তা তুমি ইচ্ছে করেও ভাবোনি;
ফ্যাকাসে সানগ্লাসে তুমি শুধুই দেখেছো
পুরুষের স্বভাব চরিত্র; পৌরুষকে নয়
ইচ্ছে করেও নারীত্ব নিয়ে কখনো ভাবোনি
মনুষ্যত্ব নিয়ে কখনো গবেষণা করোনি।

পুরুষেরা নারীকে নিয়ে যত ভেবেছে
নারীরা পুরুষের তত নয় : তুমিও নও,
মানুষেরা মানুষকে নিয়ে যত চিন্তিত
জলের প্রাণীরা নদীর গভীরতা নিয়ে তত ভাবিত নয়।

ভালোবাসার গোলাপ ঝরে গেলে
কালো চুলের বেণীতেও শিল্পিত হয় না কখনো
কোমল জোৎস্নাতেও গ্রীবা পড়ে থাকে একা।
২০.০১.৯৪

CamScanner

একাত্তরের কিশোরী

পাড়া-পড়শীর ঘুম নেই।
শিশুর কান্না। নর-নারীর আর্তনাদ।
কুকুরের ঘেউ ঘেউ চিৎকার।
মানুষের বিলাপ। স্বজনহারার কান্না।
মেশিনগানের আওয়াজ। বোমাবর্ষণের গর্জন।
রাতভর যুদ্ধ। এলাকাবাসী অন্ধ।

ভোর সকালে কিশোরীর তীব্র কণ্ঠস্বর– আম্মু, আম্মু–
দু'দিন আগে মুক্তির ক্যাম্পে হানা দিয়েছিলো
কাউকে না পেখে খান সেনারা
ধরে নিয়ে গেছে কিশোরীর মা'কে।
কিন্তু কিশোরী জানে না–
শকুন-শেয়ালের মতো যখন যার খুশি
ভাগাভাগি করে খেয়েছে বুভূক্ষ খান সেনারা;
শরীরের অবশিষ্ট যা ছিলো
ঝুপরীর মধ্যে একা পেয়ে কুকুরের মতো
খুটে খুটে গিলেছে রাজাকার-আলবদর
কিশোরী জানে না এখন যাবে কোথায়–
একমাস আগে তার বাবাকে তুলে নিয়েছে
মিলিটারী ট্রাক
সে আর ফেরেনি।
তার অপরাধ একমাত্র ছেলে মুক্তিবাহিনী।
ভাই হারানোর দুঃখ। বাবা হারানোর দুঃখ। মা হারানোর দুঃখ।
কিশোরী চিৎকার করে কাঁদে স্বজনহারার ব্যথায়।
ক্ষুধা। ভয়। আতংক।
ঘৃণা। ক্রোধ। যন্ত্রণা।
সহস্র যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাঁচতে চায় না কিশোরী
অবশেষে বেরিয়ে পড়ে ঘর হইতে দুই পা ফেলিয়া–
কিশোরী জানে না
মেয়ে মানুষের এতো সাহস ভালো নয়–
কাঙ্খিত সোনার বাংলা সে দেখে যেতে পারেনি
যা হবার তাই ঘটে একাত্তরের কিশোরীর বিড়ম্বিত ভাগ্যে।

২৯.১১.৯৪

CamScanner

সুনামগঞ্জ-১

নৌকা স্টিমার মানুষ ভরা লঞ্চ
পীর আউলিয়ার পবিত্র ভূমি সুনামগঞ্জ।
ধান-নদী হাওড়ের দেশ
জলে ভরা হাসন রাজার দেশ ॥

এই দেশেতে সোনার ফসল ফলে
রুই কাতলা আর কত কি মিলে।
পাহাড় ঘেরা হাওর-বাওরের মাটি
তারই মাঝে ধান আর শীতল পাটি ॥

নৌকা ভাইস্যা গান তুলে মাঝি-মাল্লার দল
উঁকি মেরে বেজান খুশি গ্রাম্য বধূর দল।
নকশী কাঁথার পরই জমে বোশেখী মেলার হাট
মুন্না-মুন্নী লাঠি লজেন্স কিনে মেলে হাত ॥

পূর্ণিমা এলে হঠাৎ করে জমে পালাগান
বাদ থাকে না বুড়োবুড়ি নানীজান।
লেখাপড়ায় নেইকো কোনো কম্পিটিশন
তাইতো হাসন কাইন্দা মরে অনশন ॥
৩০.১১.৯৪

CamScanner

সুনামগঞ্জ-২

১.
চারদিকে থৈ থৈ পানি মেঘঘন বরিষায়
আকাশভরা রংধনু দিগন্তের শেষ কিনারায়
এপাশে ওপাশে দুর দেখা যায় গুচ্ছ গুচ্ছ গেরাম
মসজিদে মন্দিরে সন্ধায় ধ্বনিত হয় আর্তের প্রণাম।

২.
সামুদ্রিক তোলপাড় সমস্ত হাওড়ের বুকে
অনন্ত জীবনজুড়ে মৎস্য জুটে মানুষের মুখে
আনন্দে টুটে যায় ক্ষুধা, ভরে যায় আঁখি
পলকে পলকে উড়ে যায় অতিথি পাখি।

৩.
দুর কিনারায় মিটিমিটি জ্বলে গাঁও গেরামের সোডিয়াম বাতি
হাওরের কুমকুম শ্রোতে উদাসী বাউল আর হাসনগীতি
রাতভর নৌকায় পাল তুলে গায় মৎস্য খামারে
সকল দুঃখ ভুলে যায় রুই-পাবদা আহারে।

৪.
হাওর থেকে দুষিত বায়ু ধাক্কা মারে হিমালয়ের গায়ে
রাত হলে বুড়োবুড়ি কাঁপতে থাকে সকল গাঁয়ে
শীতের জড়োয়া রোদে ধান কাটে পাল বেঁধে
গারো আর হাজং রমণী পাথিনে* ওড়না বেঁধে
আড়চোখে আইলে বসে হুক্কো টানে হাজং মোড়ল
নবান্নেতে হান্ডি খেয়ে ছেলে-মেয়ে স্ফূর্তি করে সকল।
১১.১২.৯৪

*হাজং মহিলাদের ব্যবহার্য অধোবাস

CamScanner

প্রিয়ার উপস্থিতি

আকাশে বাতাস ছিল, আলো ছিল
পড়ন্ত বিকেলে মেঘ ছিল
ভাসমান মেঘের ভেতর রোদের লালচে রঙ
তোমার মতোই অতি মায়াবী ছিল।
প্রতিদিনের কর্মকান্ডে জলজ্যান্ত তুমি
তোমাকে কাঁদো কাঁদো দেখি : ব্যর্থ অতীতে।
অধরার মতো স্বপ্নের ঘোরে
মোহনবাঁশি আর বাজায়ো না বলে আমার মন্ডপে তুমি
নৃত্যের তালে তালে সুর তুলেছিলে;
নিঃস্বকালের প্রজ্জ্বলিত আভায় লালায়িত আমি
পার্বণে কুমারীর পবিত্র ডাকে সম্ভ্রম হারিয়ে
চুম্বন এঁকেছি প্রণামের মতো নম্র করে,
ভালোবাসার সবক'টি জানালা খুলে
তখন তুমি জলের মতো মিশে গ্যাছো নদীতে।
একদিন তুমি শীতকালের নদীর মতোই ছিলে
ভোরের কুয়াশার মাঝে তোমার অভ্যুদয়
আজো জ্বলজ্বলে।

আমি যেমন ঝড়ের আগে নদী দেখেছি
মেঘের আগে বৃষ্টি দেখেছি
বৃষ্টির আগে নদী ও জল দেখেছি
তেমনটি তুমি দেখোনি বলেই
স্বাভাবিক তুমি নও।
খ্যাতি জীবনের ঝড়-খরা-বন্যা
দহনে দহনে শাণিত ইস্পাতের ব্রীজে বসে
নদী ও জলের মাঝেই তোমাকে দেখি,
গর্জন যতো হউক মেঘের
মেঘাচ্ছন্ন বাতাসে ঢেউয়ের মতো তোমার বুকে পুষ্পশ্রী ফিদুপ* উড়ে
সন্ধের আগে বিকেলে তোমার বাড়ি ফেরা;
নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে যাবে এ রকম ছন্দছুট হাটায়
তোমার বুকে নদী ও নারীর খেলা দেখি,
এলোমেলো কেশের ছড়ানো সুগন্ধি
আড়াইশো মাইল দূরে থেকেও উদ্ভাসিত হই আমি।
১৪.১২.৯৪

*মণিপুরী মহিলাদের ব্যবহার্য মূল্যবান ওড়নাবিশেষ।

CamScanner

রক্তে ভেজা লাশ

যে হবে আসন্ন বাসরবিলাসী গৃহিনী
ছ'দিন পরই মধ্যরাতেও যার ঘুমের প্রয়োজন হবে না
মাত্র ছ'দিন পরই যার কোমল হাতে মেহেদীর রং শোভা পাবে
সূর্যস্নান শেষে প্রাঙ্গনে এসে চুল ছড়াতে ছড়াতে
আবারো স্বামীর সোহাগ চাইবে ছন্দসুরে
সে আজ–
খড়ের পালায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে
জননীর প্রসবান্তে রক্তবন্যার মতো কিংবা
অবিরত স্রাবে স্রাবে নিথর হয়ে যাওয়া শরীর
পতাকার লাল রক্তে ছোপ ছোপ তার পাকিজা প্রিন্ট শাড়ি
রক্তে ভেজা সবুজ পেটিকোটের সমূহজুড়ে
মিলিটারীর আনন্দের ভেজা দাগ লেগে আছে
বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে আছে হেলায় বিবর্জিত ব্লাউজ
বিবস্ত্র দেহের দুই চোখে জমেছে ইজ্জতের কালি
ফুটন্ত জঠরে উপোর্যপরি ধর্ষণের প্রলেপ
সমস্ত শরীরজুড়ে ভেজা রক্তের বন্যা
কুত্তার বাচ্চাদের কেউ ঠেকাতে পারেনি বিনাশী বিষাদ একাত্তরে।

যে হবে আসন্ন সন্তান প্রসবা আদর্শ জননী
ক'দিন পরই রাতদিন যিনি সন্তান আদরে ব্যর্থ অতীত ভুলে থাকবে
মাত্র ক'টা দিন পরই যার আঙিনায় ঝলসে উঠবে আনন্দ উৎসব
তাকেও ক্ষমা করেনি কুত্তা-হায়েনার দল।

প্রেমবিলাসী যুবক ছাব্বিশ বসন্তে একদিন
সোহাগে-আদরে স্বপ্নেব বীজ বুনেছিল-- সফল যৌবনে
সেও আজ–
একটি মাত্র বুলেটের আঘাতে বাংলার মুখ দেখে যেতে পারেনি
শোনে যেতে পারেনি প্রিয়তম স্ত্রীর করুণ আর্তনাদ।
১৬.১২.৯৪

CamScanner

হামোম পাবলিকেশন

CamScanner